এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন

(বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন)

"এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন" (Aid for Men Foundation) বাংলাদেশে পুরুষদের অধিকার, আইনি সহায়তা এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা নিয়ে কাজ করা একটি সামাজিক সংগঠন। এটি Registrar of Joint Stock Companies and Firms NO S-13304/2020-এর অধীনে নিবন্ধিত এবং এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত।

সংস্থার মূল লক্ষ্য ও পরিচিতি

এই ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা করা। সংগঠনটি মনে করে, বর্তমান সামাজিক ও আইনি কাঠামোর কারণে পুরুষেরা যে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হচ্ছে, তা প্রায়শই সমাজে উপেক্ষিত। তাই পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সামনে আনা এবং বিদ্যমান আইন ও সামাজিক রীতির ত্রুটিগুলো দূর করে একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সমাজ গঠন করাই এই ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য।

প্রধান কার্যক্রম ও আন্দোলন

ফাউন্ডেশনটি পুরুষদের আইনি হয়রানি রোধ, বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন এবং সমাজে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে।

- আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস উদযাপন: এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন প্রতি বছর ১৯শে নভেম্বর আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপন করে। পুরুষের অধিকার, লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা ও সমাজে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা এই দিনটিতে র‍্যালি, সেমিনার এবং পথসভা সহ নানা বিধ কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে থাকে।
- আইনি সহায়তা ও প্রতিরোধ: পুরুষ নির্যাতনের শিকার হলে তাদের আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, 'নারী নির্যাতন ও যৌতুকের' মামলায় তদন্ত ছাড়া গ্রেফতার বন্ধের দাবি জানানো এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম।
- সাম্প্রতিক প্রতিবাদ: ২ মে ২০২৫ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থাটি 'নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন' বাতিলের জোর দাবি জানায়। তারা এই কমিশনের প্রতিবেদনকে 'ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধবিরোধী', 'সংবিধান পরিপন্থী' এবং 'পুরুষবিদ্বেষী' বলে আখ্যায়িত করে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের নেতাদের সাথে একত্রে সংবাদ সম্মেলন করে তারা নিজেদের দাবিগুলো তুলে ধরে।
- বহুবিবাহ প্রতারণা ও কাবিন বাণিজ্য রোধে বিবাহ ও ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন ডিজিটালাইজেশন করার নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের আবেদনকারীদের মধ্যে 'এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন' একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- রিটের উদ্দেশ্য: পারিবারিক জীবনের সুরক্ষায় বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডিজিটাল ওয়েবসাইট তৈরি করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে হাইকোর্ট রুল জারি করেন।
- রুল জারির তারিখ: ২৩ মার্চ (২০২১)।
- প্রতিনিধি: এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের পক্ষে রিটটি দায়ের করেন প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম নাদিম।

এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন কর্তৃক উত্থাপিত ১৩ দফা দাবির সারসংক্ষেপ (২০ নভেম্বর ২০২০)

পুরুষের মানবাধিকার রক্ষা এবং বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে 'এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন' সরকারের কাছে নিম্নলিখিত ১৩টি সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করে, যা প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে বিভক্ত:

১. আইনের লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা;

- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এ শিশু ও নারীর পাশাপাশি পুরুষকেও অন্তর্ভুক্ত করা।
- নারী ও শিশু ধর্ষণের পাশাপাশি নারী কর্তৃক পুরুষ ধর্ষণের সংজ্ঞা তৈরি করে একটি লিঙ্গনিরপেক্ষ ধর্ষণ আইন তৈরি করা।
- ব্যভিচারের ৪৯৭ ধারা সংশোধন করে পরকীয়ায় আসক্ত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শাস্তির বিধান করা।

২. নতুন আইন ও মন্ত্রণালয়;

- পুরুষের মানবাধিকার রক্ষা ও পুরুষ নির্যাতন রোধে একটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা।
- পুরুষ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা।
- পুরুষের লিঙ্গ কর্তন বা পুরুষত্বহীন করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা।

৩. মিথ্যা মামলা প্রতিরোধ;

- ধর্ষণ মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হলে মামলাকারীর বিরুদ্ধে ধর্ষকের সমমান কঠিন শাস্তির বিধান করা।
- যৌতুক সংক্রান্ত মামলায় সমন বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যুর পূর্বে তদন্ত প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক করা।

৪. বিবাহ ও সম্পর্ক;

- বিবাহের উদ্দেশ্যে বা প্রেমঘটিত কারণে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর স্বেচ্ছায় পালিয়ে যাওয়াকে অপহরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করা।
- বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ককে 'ধর্ষণ' বলা যাবে না।
- কাবিন বাণিজ্যরোধে সাধ্যের অতিরিক্ত কাবিন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
- বহুবিবাহ প্রতারণা রোধে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ডিজিটালাইজ করা।
- ব্যক্তিগত আইন ও মূল্যবোধের কথা বিবেচনা করে দেশীয় আইনে তথাকথিত বৈবাহিক ধর্ষণের ধারণার অনুপ্রবেশ না ঘটানো।

সংক্ষেপে, এই দাবিগুলোর মাধ্যমে এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সামাজিক ও আইনি প্রেক্ষাপটে পুরুষদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রকৃত লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সক্রিয় সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে।

Aid For Men
FOUNDATION
পুরুষ অধিকারের কথা বলে

SCAN HERE
AID FOR MEN FOUNDATION

বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত আইনের সংশোধন এবং রিট আবেদনের সারসংক্ষেপ

পুরুষ অধিকার রক্ষায় কাজ করা সংগঠন ‘এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন’ প্রথমে সচেতনতা তৈরির অংশ হিসেবে ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে সংবাদ সম্মেলন করে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোচ্চ সাত বছরের সাজার আইন সংশোধনের জোর দাবি জানায়। তাদের মূল যুক্তি ছিল— এই আইন শরীয়া পরিপন্থী, বৈষম্যমূলক এবং ইসলামি আইন অনুযায়ী এই ধরনের সম্পর্কের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই শাস্তির আওতায় আনা উচিত।

এই দাবির ধারাবাহিকতায়, ফাউন্ডেশনটির সম্পৃক্ততায় হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪ মে ২০২৫ তারিখে হাইকোর্ট রুল জারি করেন, যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে— বিয়ের প্রলোভনে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার বিধান কেন অবৈধ, অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না। ফাউন্ডেশনের যুক্তি হলো,একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী বিয়ের প্রলোভন দিলেই শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে আর এক্ষেত্রে তার পুরুষ সঙ্গীটির ৭ বছর পর্যন্ত জেল হবে, এরকম অবিবেচনামূলক বিধান কীভাবে আইন প্রণেতারা সম্মতি দিয়েছেন তা একেবারেই বোধগম্য নয়।

‘এখানে একজন নারীকে নির্বোধ, পুতুল হিসেবে বোঝানো হচ্ছে! যিনি কোনো পুরুষের প্রলোভনে পড়ে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। অথচ এ ধরনের সম্পর্কে "CONTRIBUTORY PARTICIPATION" থাকে। রাষ্ট্র যদি চায় কেউ প্রণয়ের কিংবা শারীরিক সম্পর্কে না জড়ায়, তবে আইন করে প্রেম করা বন্ধ করে সবাইকে শাস্তির দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। শুধু একপক্ষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার পরিপন্থি। আমরা মনে করি এ ধরনের সম্পর্ক ব্যভিচার তাহলে ব্যভিচারের নারী-পুরুষের দুজনের সমান শাস্তির বিধান করা হোক।’

Ekattor Television
https://ekattor.tv › জাতীয় · Translate this page
বিবাহের প্রলোভন সংক্রান্ত বিধান বাতিল প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
7 days ago — নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত বিবাহের প্রলোভন সংক্রান্ত বিধানটি কেন অসাংবিধানিক ও বাতিল হবে না, তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

Facebook · somoynews.tv
2K+ reactions · 1 week ago
বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে পুরুষের শাস্তি বাতিল প্রশ্নে ...

এই সেকশনে বলা হয়েছে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক করার শাস্তি. এই সেকশনের মূল কথা হচ্ছে যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করে তাহলে সেই সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত...

kalerkantho.com
https://www.kalerkantho.com › 20... · Translate this page
বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কের দণ্ডের বিধান কেন বাতিল ...
7 days ago — প্রকাশ: ০৪ মে, ২০২৫ ১৭:৩২. বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কের দণ্ডের বিধান কেন বাতিল হবে না : হাইকোর্ট ... বিয়ের প্রলোভনের মাধ্যমে যৌনকর্ম দণ্ড শিরোনামে নতুন ধারার বিধান নিয়ে রুল...

দেশ রূপান্তর
https://www.deshrupantor.com › ব... · Translate this page
বিয়ের প্রলোভনে যৌন সম্পর্কের সাজার বৈধতা প্রশ্নে রুল
7 days ago — নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত বিয়ের প্রলোভনে যৌন সম্পর্কের সাজা-সংক্রান্ত বিধানের বৈধতা প্রশ্নে রুল দিয়েছে উচ্চ আদালত। এ-সংক্রান্ত রিট আবেদনের ওপর শুনানি নি...

বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কের শাস্তির আইন সংশোধনের দাবি
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ২৫ মার্চ ২০২৫, ০৫:২১ পিএম

কালবেলা
টিকটকার লায়লাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

ব্যাভিচারে লিপ্ত নর-নারীর সমান শাস্তি এবং লায়লা আখতার ফারহাদকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে নারী ও পুরুষদের...
Jun 13, 2024

Desh Tv
লায়লাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

ব্যাভিচারে লিপ্ত নর-নারীর সমান শাস্তি এবং টিকটকার লায়লা আখতার ফারহাদকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে নারী ও পুরুষদের আইনগত...
Jun 14, 2024

পুরুষাঙ্গ কর্তন: এক বর্বর ও অমানবিক সহিংসতা এবং 'এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন'-এর দাবি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে পুরুষাঙ্গ কর্তনের মতো এক বর্বর ও অমানবিক যৌন সহিংসতার ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক কলহ কিংবা পরকীয়ার জের ধরে সংঘটিত এই নিষ্ঠুর অপরাধের শিকার হচ্ছেন পুরুষেরা। এই ধরনের ঘটনা সমাজে প্রায়শই উপেক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে হাসি-ঠাট্টার বিষয় হিসেবে গণ্য হলেও, এটি ভিকটিম পুরুষের জীবনে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

লিঙ্গ কর্তনের ভয়াবহ চিত্র:
পুরুষাঙ্গ কর্তন কোনো সাধারণ আঘাত নয়, বরং এটি অ্যাসিড নিক্ষেপ বা ধর্ষণের মতোই একটি মারাত্মক যৌন সহিংসতা, যা একজন ভিকটিমকে জীবিত অবস্থায় মৃতের মতো করে ফেলে। এই অপরাধের ফলস্বরূপ:

- স্থায়ী পঙ্গুত্ব: ভিকটিম পুরুষ সারাজীবনের জন্য পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে এবং স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করে।
- যৌন ও পিতৃত্বের ক্ষমতা হারানো: এই জখমের ফলে পুরুষ তার যৌন জীবন ও পিতৃত্বের ক্ষমতা আজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলে।
- মানসিক যন্ত্রণা: সারাজীবনের জন্য এক অসহনীয় মানসিক হতাশা ও যন্ত্রণার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়।
- মৃত্যুর ঝুঁকি: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে অনেক সময় ভিকটিমের মৃত্যুও হতে পারে।

'এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন'-এর গভীর উদ্বেগ ও কর্মসূচি:

পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন' নারী কর্তৃক উদ্বেগজনক হারে পুরুষাঙ্গ কর্তনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাদিম এই ধরনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে সমাজে যথেষ্ট প্রতিবাদ না থাকা এবং বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ না থাকাকে এই অপরাধ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সংস্থাটি এই অমানবিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে একাধিক কর্মসূচি পালন করেছে। যেমন:

- মানববন্ধন ও প্রতিবাদ: ঝিনাইদহের সোহাগ হোসেন, মাদারীপুরের মো. রায়হান এবং রাজশাহীর এসআই এর মতো ভিকটিমদের পক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তারা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে একাধিক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেছে।
- কঠোর আইনের দাবি: এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের মূল দাবি হলো, পুরুষাঙ্গ কর্তনের মতো অপরাধের জন্য বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হোক। তারা মনে করেন, বিদ্যমান আইন (দণ্ডবিধি-১৮৬০ এর ৩২০, ৩২৫, ৩২৬ ধারা অনুযায়ী এটি 'গুরুতর আঘাত' হিসেবে গণ্য) অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড অপরাধের মাত্রা ও ভিকটিমের ক্ষতির তুলনায় অনেক লঘু।

সংগঠনটি সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে যে, এই অপরাধকে দণ্ডবিধিতে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। অন্যথায়, সমাজে অপরাধ ও অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে আরও পুরুষ এই নৃশংসতার শিকার হবেন। এই অপরাধটি যে আর হাসির খোরাক নয়, বরং পুরুষের প্রতি এক জঘন্য সহিংসতা, তা এখনই রাষ্ট্র ও সমাজের অনুধাবন করা প্রয়োজন।